Miss letter

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.৪৫.০১৮.০২.০১১.০১১.১৫-৯৯২৪ তারিখঃ ১৯ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল/রিভিশন দায়েরের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর অনুবিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখ-০৭ অক্টোবর,২০১৫খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগ কর্তৃক প্রেরীত পরিপত্রটি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ বর্ণনামতে।

(লুৎফুন নাহার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭২৩০
e-mail: lgd.upazila2@gmail.com

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা পরিষদ, সকল।

অনুলিপি কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থেঃ

০১। জেলা প্রশাসক, সকল।
০২। কম্পিউটার প্রোগ্রামর, স্থানীয় সরকার বিভাগ(পত্রটি ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
আইন-১ অধিশাখা

৪৬. ০২০. ০০৪. ০১. ০০. ০০১. ২০১৪- ২৬৬২ তারিখঃ ১১-১১-২০১৫খ্রিঃ।

বিষয় ঃ নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল/রিভিশন দায়েরের প্রস্তাব প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্রঃ (১)আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসন-১ শাখার গত ০৩-০৩-২০১৫খ্রিঃ তারিখের ৩৩ সংখ্যক স্মারক;
(২) আইন-১ শাখার স্মারক নং-৪৬. ০২০. ০০৪. ০১. ০০. ০০১. ২০১৪-৬১১, তারিখঃ ১৬-০৪-২০১৫খ্রিঃ;
(৩) আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসন-১ শাখার গত ০৭-১০-২০১৫খ্রিঃ তারিখের ১১৩ সংখ্যক স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে সরকারি স্বার্থ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্ন আদালতের দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলাসমুহের রায়/ডিক্রী/আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল/রিভিশন এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে এবং রীট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করার প্রস্তাব আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সলিসিটর উইং-এ প্রেরণ করা হয় না। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা তামাদি দোষে বারিত হওয়ার কারণে আপীল/রিভিশন দায়ের করা সম্ভবপর হয় না। হলেও তামাদির কারণে উহা সন্তোষজনক না হওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক না-মঞ্জুর হয়। ফলে সরকারি বহু জমি/সম্পত্তি বেহাত হওয়ার মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এবং অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উচ্চতর আদালতে আপীল/রিভিশন দায়েরের জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি একান্তভাবে আবশ্যক মর্মে সূত্রোক্ত ৩নং স্মারকে জারিকৃত পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)ঃ

(ক) দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রেঃ নিম্ন আদালতের সকল রায় ও ডিক্রীর জাবেদা নকল (সার্টিফাইড কপি), সাক্ষীর জবানবন্দীর জাবেদা নকল (সার্টিফাইড কপি), বিলম্বের ব্যাখ্যা এবং সরকারি কৌশূলী (জিপি) এর মতামত;

(খ) ফৌজদারীর মামলার ক্ষেত্রেঃ বিজ্ঞ আদালতের সকল রায় ও আদেশের জাবেদা নকল (সার্টিফাইড কপি), এজাহার, ১৬৪ ধারার জবানবন্দী, চার্জশীট ও ১৬১ ধারার সাক্ষীর জবানবন্দী ইত্যাদির জাবেদা নকল (সার্টিফাইড কপি) এবং পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এর মতামত;

(গ) রীট মামলার ক্ষেত্রেঃ আরজির পূর্ণাঙ্গ কপি, রায়/আদেশের সার্টিফাইড কপি, গ্রাউন্ড্স অব আপীল, বিলম্বের ব্যাখ্যা, রুলনিশির কপি, দফাওয়ারী জবাব, মামলা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রাদি (যদি থাকে);

(ঘ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলার ক্ষেত্রেঃ আরজির কপি, দফাওয়ারী জবাব, ওকালতনামা; প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল মামলার ক্ষেত্রেঃ তর্কিত রায়ের সার্টিফাইড কপি, ওকালতনামা, আরজির কপি, ও বিভাগীয় মামলার কাগজপত্র (যদি থাকে), এবং মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে লীভ-টু-আপীল দায়েরের ক্ষেত্রেঃ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল মামলার আরজির কপি, দফাওয়ারী জবাব ও তর্কিত রায়/আদেশের সার্টিফাইড কপি।

০২। যে সকল মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের সময়সীমা ৩০(ত্রিশ) দিন সে সকল মামলায় আপীলের ক্ষেত্রে তামাদির সময়সীমার ১৫(পনের) দিন পূর্বে প্রস্তাব প্রেরণের জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত কাগজপত্রাদি প্রেরণ না করা হলে সকল দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে। এক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তাঁর নাম ও পদবী উল্লেখপূর্বক তাঁর বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না তা জানিয়ে তামাদির মেয়াদ খন্ডনের পত্র আলাদাভাবে দিতে হবে নতুবা আপীল বা রিভিউর প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য হবে না মর্মেও উক্ত পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

০৩। বর্ণিত বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসন-১ শাখার অনুরূপ নির্দেশনা সম্বলিত পত্র ইতোপূর্বে সূত্রোক্ত ১নং স্মাকে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পত্রের নির্দেশনা অনুসরণকরতঃ আপীল দায়েরের ময়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব যথাসময়ে আইন-১ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সূত্রোক্ত ২নং স্মারকে পত্র লেখা হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আপীল দায়েরের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে আইন ও বিচার বিভাগের উক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। অসম্পূর্ণ ও বিলম্বে প্রস্তাব প্রেরণের ফলে যথাসময়ে আপীল দায়ের না হলে আইনগত জটিলতা সৃষ্টি হয়, সরকারের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এবং আদালত অবমাননা মামলার উদ্রেক হয়। এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের আরও যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।

চলমান পাতা ১/২

০৪। এমতাবস্থায়, সরকারি স্বার্থে বিষয়টির তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবনকরতঃ আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে উপরিবর্ণিত কাগজপত্রাদি সম্বলিত যথাযথ প্রস্তাব ধার্য সময়ের মধ্যে আইন-১ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য তাঁর আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, বিজ্ঞ আদালতের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে যথাসময়ে যথাযথ প্রস্তাব প্রেরণ করা না হলে দায়-দায়িত্ব তাঁর দপ্তর সংশ্লিষ্টদের উপর বর্তাবে।

০৫। বিষয়টি অতিব জরুরি।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ০১(এক) ফর্দ।

(পাপিয়া ঘোষ)
সহকারী সচিব
☎৯৫৪০৯৯৫

বিতরণ (কার্যার্থে):

১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি/ডিপিএইচই;
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/ঢাকা দক্ষিণ/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/নারায়ণগঞ্জ/গাজীপুর/কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন;
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা ওয়াসা;
৪। উপসচিব (সিঃকঃ-১/সিঃকঃ-২/পাস-১/পাস-২/জেপ/পৌর-১ অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৫। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/উন্নয়ন-২/ইপ-১/ইপ-২/উপজেলা-১/উপজেলা-২/পাস-৩) শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৬। সহকারী সচিব (পৌর-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪৬. ০২০. ০০৪. ০১. ০০. ০০১. ২০১৪- ২০৬২/১(৪) তারিখঃ ২১-১১-২০১৫খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ;
২। যুগ্মসচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৩। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৪। সহকারী সচিব (প্রশাসন শাখা-১), আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(পাপিয়া ঘোষ)
সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
সলিসিটর অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা-১
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গন, ঢাকা

তারিখঃ ২২ আশ্বিন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
তারিখ ০৭ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিঃ

নং ১০.০০.০০০০.১৩৩.৫৬.০১০.১৪(বিবিধ)- ১১৩

পরিপত্র

বিষয়ঃ মাননীয় বিজ্ঞ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল/রিভিশন দায়েরের প্রস্তাব প্রেরণ প্রসঙ্গে।

ইহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে সরকারী স্বার্থ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ আদালতের দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলাসমূহের রায় ও ডিক্রী/আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল/রিভিশন এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে মাননীয় সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে এবং মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রীট মামলার রায়/আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করার প্রস্তাব আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সলিসিটর উইং এ প্রেরন করা হয় না। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে সরকারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা তামাদি দোষে বারিত হওয়ায় আপীল/রিভিশন দায়ের করা সম্ভবপর হয় না। হলেও তামাদির কারণে উহা সন্তোষজনক না হওয়ায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক না-মঞ্জুর হয়। ফলে সরকারী বহু জমি/সম্পত্তি বেহাত হওয়ার মাধ্যমে সরকারী স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এবং অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি হয়।

২। উল্লেখ্য যে, উচ্চতর আদালতে আপীল/রিভিশন দায়ের করার জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি একান্তভাবে আবশ্যক ঃ-

(ক) দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে ঃ- বিজ্ঞ আদালতের সকল রায় ও ডিক্রীর জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), সাক্ষীর জবানবন্দীর জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), বিলম্বের ব্যাখ্যা এবং সরকারী কৌশুলীর (জিপি) এর মতামত;

(খ) ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ঃ- বিজ্ঞ আদালতের সকল রায় ও আদেশের জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), এজাহার, ১৬৪ ধারার জবানবন্দী, চার্জশীট ও ১৬১ ধারার সাক্ষীর জবানবন্দী ইত্যাদির জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি) এবং পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এর মতামত;

(গ) রীট মামলার ক্ষেত্রে ঃ- আর্জির পূর্ণাঙ্গ কপি, রায়/আদেশের জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), গ্রাউন্স অব আপীল, বিলম্বের ব্যাখ্যা, রুলনিশির কপি, দফাওয়ারী জবাব এবং মামলা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রাদি(যদি থাকে);

(ঘ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলার ক্ষেত্রেঃ- আর্জির কপি, দফাওয়ারী জবাব, ওকালতনামা; প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল মামলার ক্ষেত্রেঃ-তর্কিত রায়ের জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), ওকালতনামা, আর্জির কপি ও বিভাগীয় মামলার কাগজপত্রাদি(যদি থাকে); এবং মাননীয় সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে লীভ-টু-আপীলের ক্ষেত্রেঃ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল মামলার আর্জির কপি, দফাওয়ারী জবাব ও তর্কিত রায়/আদেশের জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি)।

৩। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসকগণকে দেওয়ানী, ফৌজদারী, রীট, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল মামলা সংএান্ত বিজ্ঞ আদালতের রায় ও ডিক্রী/আদেশের বিরুদ্ধে আপীল/রিভিশন দায়ের করার জন্য চূড়ান্ত সময়সীমার অন্ততঃ ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে আপীল/রিভিশন ইত্যাদি দায়েরের প্রস্তাব উপরোক্ত ২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অত্র সলিসিটর উইং-এ অবশ্যই প্রেরন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৪। যে সমস্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের সময়সীমা ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সে সমস্ত মামলার আপীলের প্রস্তাব নির্ধারিত সময়সীমার অন্ততঃ ১৫(পনের) দিন পূর্বে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৫। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিলম্ব/তামাদি (Limitation) দোষে মামলা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে লক্ষ্যে রায় ঘোষণা/শুনানীর অব্যবহিত পরেই সার্টিফাইড কপি/নকল এর জন্য দরখাস্ত করতে হবে।

৬। উচ্চতর আদালতে আপীল/রিভিশন দায়েরের প্রস্তাব এর সাথে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ না করার কারণে যদি সরকারী স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এবং সরকারী স্বার্থ সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও আইনি জটিলতার সৃষ্টি হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসক এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এর জন্য দায়ী হবেন এবং এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তাঁর নাম, পদবী উল্লেখপূর্বক তাঁর বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা তা জানিয়ে তামাদির মেয়াদ খন্ডনের (Condonation of delay) চিঠি আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট অপরাপর কাগজাদির সাথে প্রেরন করতে হবে। অন্যথায় আপীল বা রিভিউর প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য হবে না।

৭। যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এ পরিপত্র জারী করা হলো।

০৭/১০/২০১৫

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী সচিব(প্রশাসন-১)
ফোন: ৯৫৮৮৪১৪ (অফিস)।

বিতরণঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব/(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ) স্থানীয় সরকার বিভাগ ....(তাঁর অধিনস্থ বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরকে অবহিত করার অনুরোধসহ)

৩। বিজ্ঞ সলিসিটর/উপ-সলিসিটর, দেওয়ানী/ফৌজদারী/(রীট-১, রীট-২)/এটি/এএটি/প্রশাসন, সলিসিটর অনুবিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)..........................

৫। জেলা প্রশাসক (সকল)................................(তাঁর জেলার জিপি/পিপিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার অনুরোধসহ)

৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৮। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৯। সলিসিটর মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সলিসিটর অনুবিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১০। অফিস কপি।